ইণ্ডিয়া মেশিনারী বাঁচাও

নিজস্ব প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য রুগ্নশিল্পের মধ্যে এমনই একটি শিল্পকে রুগ্ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে যা বাস্তবিক রুগ্নও নয় বন্ধও নয়। হাওড়ার দাশনগরের "ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী"—যাকে জোর করে রুগ্ন করা হয়েছে।

এই কোম্পানীকে ১৯৭০ সালে ২৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করে (বর্তমানে I. R. B. I.) এবং I. D. R. Act অনুযায়ী তাদের সময়সীমা ২৪ নভেম্বর ৮৯ তারিখে শেষ হয়। I. R. B. I. ১৯৮৭ সালে কোম্পানীকে B. I. F. R. এ পাঠায় যা আজও B. I. F. R.-এর বিচারাধীন। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের Finance Secretary এই কোম্পানীকে BHEL কে অধিগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মত BHEL এর কর্মকর্তারা ২১।১০।৮৯ I. M. co. পরিদর্শন করে এবং অক্টোবরের শেষ দিকে Finance Secretary-র নিকট আশানুরূপ রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর অনেক পটপরিবর্তন হয়েছে। কেন্দ্রে বন্ধু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু আজ দীর্ঘ সাত মাস ব্যাপী বন্ধু ? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

তবুও শ্রমিক কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ সাত মাস কোম্পানী খোলা রয়েছে, কাজ হচ্ছে, শ্রমিক কর্মচারীরা মাইনা পাচ্ছে, তাদের প্রাপ্য P. F, E. S. I. এর টাকা মে '৯০ অবধি পরিশোধ হয়েছে। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত অর্থকরী সংস্থা (I. R. B. I.) এর আমলে পাওনা ১৭ লক্ষ টাকা যা I. R. B. I. ১২ বছরে আদায় করতে পারেনি তা শ্রমিক, কর্মচারীরা মাত্র সাত মাসে আদায় করেছে। এছাড়াও ১০ লক্ষ টাকার উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করেছে।

এর দ্বারা বোঝা যায় কোম্পানীর নিজস্ব বাজার আছে। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা আছে। W. B. Agro industries Corporation এর অধীন Bharat Jute mill-এর পুরানো যন্ত্রপাতি মেরামত ও আধুনিকীকরণের জন্য। I. M. co. শ্রমিক, কর্মচারীরা একটি Quotation জমা দেয়"। অথচ সরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আজও ইমকোকে সেই কাজের বরাত দেওয়া হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত নীতি (Sick industry কে order দেওয়া) রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও I. M. co কে order দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। একটা কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এইটুকু সামান্য সাহায্য করতেও কি রাজ্য সরকার অক্ষম ?

I. M. co. শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের কোম্পানীকে বাঁচানোর জন্য কমিটি তৈরী করার পথে অগ্রসর হয়েছেন। ২৪শে জুন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক কর্মচারী, সাধারণ নাগরিকদের উপস্থিতিতে 'সেভ ইণ্ডিয়া মেসিনারী কমিটি' গঠন করা হয়।

২১ জনকে নিয়ে গঠিত কমিটি আগামী দিনের ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যেই কমিটির পক্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে প্রচার আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। অঞ্চলের নাগরিক ও কর্মচারীদের এই উদ্যোগ গ্রহনের ঠিক পরের দিনই মুখ্যসচীব তরুণ দত্ত ইণ্ডিয়া মেসিনারীর শ্রমিক কর্মচারী প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠান। মুখ্যসচীবের সাথে আলোচনায় শ্রী দত্ত রাজ্য সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের উভয়-পক্ষকেই মিত্তাল গোষ্ঠীকে কারখানা চালানোর জন্য আবেদনের প্রস্তাব রাখেন। যদিও শ্রমিক প্রতিনিধিরা ব্যাক্তিগত মালিকানায় কোম্পানী চালানো সম্বন্ধে একেবারেই আশাবাদী নয়। গত কয়েক বছরে শ্রমিকরা নিজে হাতে কোম্পনী চালিয়ে প্রমাণ করেছেন কোম্পানীটি লাভজনক। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিকরা সরকারী পরিচালনায় অথবা সরকারের সহযোগিতায় নিজেরা আইনগত অধিকার নিয়ে চালাতে আগ্রাহী। নাগরিক মঞ্চ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক কর্মচারীদের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমস্ত স্তরের নাগরিকদের কাছে 'সেভ ইণ্ডিয়া মেশনারী কমিটির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছে।

নাগরিক মঞ্চ-র পক্ষে বিশ্বনাথ দাসগুপ্ত কর্তৃক ৩৪ নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম নং ৭ কলি-৮০ হইতে প্রকাশিত ও অমর মুদ্রণ ১৯ ডি/এইচ ১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত